রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ কার্তিক ১৪১৩/১৯ অক্টোবর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা সেবা) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) ;

(খ) "অতিরিক্ত কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ;

(গ) "অধস্তন কর্মকর্তা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্টান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক ও কনস্টেবল ;

(ঘ) "উপ-কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(ঙ) "উর্ধ্বতন কর্মকর্তা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সহকারী কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা;

(চ) "**কমিশনার**" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(১) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ;

(ছ) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ;

(জ) "**থানা**" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1898) এর section 4(1) (S) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত এলাকা যাহা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট ;

(ঝ) "**ফৌজদারী কার্যবিধি**" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1898) ;

(ঞ) "**সহকারী কমিশনার**" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **পুলিশ কর্মকর্তাদের শারীরিক সুস্থতা**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল কর্মকর্তার দক্ষতার সহিত কর্মসম্পাদনের জন্য শারীরিক যোগ্যতা এবং মানসিক সতর্কতা ও চটপটে ভাব থাকা অপরিহার্য হইবে।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি রোগে আক্রান্ত হন, অসুখে ভোগেন, তাহার শারীরিক দুর্বলতা অথবা শরীরের অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে যদি তাহার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমত কমিশনার অথবা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা ডাক্তারী পরীক্ষার দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

(৩) যদি পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট উক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য অসামর্থ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহাকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হয় ছুটিতে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা যদি অসুখ আরোগ্য যোগ্য না হয়, তবে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে হইবে, অথবা ক্ষেত্রমত চাকুরী হইতে অপসারণের জন্য রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

(৪) কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের সহায়তায় মেডিকেল বোর্ড বসাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪। **সকল পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তাদের চিকিৎসা সুবিধা**।—(১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চিকিৎসা সেবা এবং চিকিৎসা সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) সকল গেজেটেড পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট, কনসালটেন্ট, সহকারী সার্জন এবং মেডিকেল অফিসারদের হইতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং চিকিৎসা পাইবেন।

(৩) সুপারিনটেনডেন্ট এর পরামর্শক্রমে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক বা পরিচালক, ইনস্টিটিউট অথবা বিশেষজ্ঞ হাসপাতালের পরামর্শও গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক বা পরিচালক কোন ফিস দাবী করিতে পারিবেন না।

(৪) পুলিশ কর্মকর্তা যে অধ্যাপক বা পরিচালকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহন করিয়াছেন প্রয়োজনে , তাহার নিকট হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এই ক্ষেত্রেও তাহাকে কোন ফিস প্রদান করিতে হইবে না।

(৫) গেজেটেড পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ যে কোন সরকারী হাসপাতালের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুনির্দিষ্ট সুপারিশক্রমে বিশেষ কেসসমূহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট বা বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে প্রেরণ করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তাকে ফিস প্রদান করিতে হইবে না।

(৭) বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পরামর্শ সার্ভিসের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এর সুপারিশক্রমে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ব্যাকটোলজিকাল, প্যাথলজিকাল এবং ক্যামিক্যাল পরীক্ষা;

(খ) পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এর সুপারিশক্রমে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারী রেটে 'ফিস' এর বিনিময়ে কার্ডিওগ্রাফিক পরীক্ষা;

(গ) সরকারী রেটে 'ফিস'এর বিনিময়ে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে এক্স-রে পরীক্ষা;

(ঘ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ঢাকা শহরের সরকারী হাসপাতালে নিয়োজিত কনসালটেন্টদের পরামর্শ (ফিস ব্যতিরেকে) ঃ

(অ) যদি পুলিশ কর্মকর্তা ইনস্টিটিউশন, সহকারী সার্জন, মেডিকেল অফিসারের নিকট, যেখানে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার জন্য তিনি প্রাধিকারভুক্ত, যাইতে শারীরিকভাবে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা যেখানে থাকেন সেখানকার কনসালটেন্টকে তাহাকে সেবা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যাইবে;

(আ) কনসালটেন্ট পরামর্শ প্রদানের জন্য তাহার প্রতিষ্ঠানের বাইরে কিন্ত তাহার এবং গেজেটেড পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য সুবিধামত একটি জায়গা নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন;

ব্যাখ্যা ঃ কনসালটেন্ট বলিতে রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ এবং কান, নাক, গলা, হার্ট, লিভার এবং কিডনী রোগের বিশেষজ্ঞ, যাহারা মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট এবং বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে এবং পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত তাহাদের বুঝাইবে।

নোট ঃ (১) উপরোক্ত সুবিধা ইনডোর এবং আউটডোর উভয় রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সুবিধা পুলিশ হাসপাতালের বাইরে দাঁতের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নিম্নপদের কর্মকর্তাগণ পুলিশ হাসপাতালে বিনামূল্যে ডাক্তারী চিকিৎসা এবং পরামর্শ পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

(৯) যদি পুলিশ হাসপাতাল হইতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া না যায় তাহা হইলে হাসপতালের সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন সরকারী হাসপতালের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে অথবা জরুরী ক্ষেত্রে ভর্তি প্রদানকারী ডাক্তারের সহিত আলোচনাক্রমে ইনডোর রোগী হিসাবে সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে সরকার

হাসপাতালের ফিস (যদি থাকে) সহ এক্স-রে, কেমিক্যাল, ব্যাকটোরিওলজীক্যাল অথবা অন্যান্য প্রাসংগিক পরীক্ষাসমূহের খরচ অথবা যদি অন্য কোন বিশেষ চিকিৎসা যেমন অপারেশন, পা ফ্রেক্সার এবং এই ধরনের অন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হয় তাহা হইলে উহার খরচ সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট অথবা ভর্তিকৃত হাসপাতালের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সরকার প্রদান করিবে।

নোট ঃ সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতাল অথবা যে কোন সরকারী হাসপাতালে অবস্থানকালে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্ন পদের কর্মকর্তাবৃন্দকে খাবারের জন্য কোন পে করিতে হইবে না ; অফিসার এবং ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার উর্ধ্বের কর্মকর্তাবৃন্দকে খাবারের ব্যবস্থা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় করিতে হইবে।

৫। **অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের চিকিৎসা।**—অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাগন সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের আউটডোর রোগী হিসাবে বিনামূল্যে মেডিকেল পরামর্শ, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা করাইবার সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

৬। **সিভিলিয়ান স্টাফদের প্রাপ্যতা।**—পুলিশ বিভাগের সিভিল স্টাফগণও যথা নিয়মে বিনামূল্যে মেডিকেল চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা পাইবেন।

৭। **পরিবারের সদস্যদের মেডিকেল চিকিৎসা।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তার স্ত্রী, স্বামী এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যবৃন্দ (মা-বাবা এবং সন্তান) আউটডোর রোগী হিসাবে সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা (Investigation) করাইবার সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(২) শুধু মাত্র কোন কর্মকর্তার স্ত্রী তাহার গায়োনোজীকাল এবং অবস্ট্রাকশনাল সমস্যার জন্য ইনডোর চিকিৎসার সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৮। **কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারী এবং কন্টিজেন্সী কর্মচারীর (menial) জন্য চিকিৎসা সুবিধা।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারী এবং কন্টিজেন্সী কর্মচারীরা বিনামূল্যে ইনডোর চিকিৎসা প্রাপ্য হইবে না।

৯। **ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ব্যবস্থা।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ব্যারাকে বসবাসরত পুলিশ ফোর্সের সদস্যদের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের গেজেটে ইহা প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) যে কোন থানার কোন সদস্য জ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহাকে অবিলম্বে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ব্যারাক এবং কোয়ার্টারের বিছানাসমূহের উপরে মশারী খাটানো বা বাঁধা থাকিবে এবং অপরাহ্ন অন্ধকার আবির্ভাবের পূর্বেই মশারী খাটাইয়া যথাস্থানে গুজাইয়া দিতে হইবে।

(৪) মশারী খাটানোর পূর্বে নিশ্চিত হইবে যে ইহার ভিতরে কোন মশা নাই এবং মশারীসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভাল অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মশারীসমূহ প্রতি মাসে একবার পরীক্ষা করিবেন এবং জুন হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অবশ্যই ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত কার্যক্রম পুলিশ থানা, আউটপোস্ট এবং অন্যান্য অফিসের সাধারণ ডাইরীতে নোট করিতে হইবে।

(৬) পুলিশ ব্যারাকের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা তাহার অধস্তনদের পূর্ববর্তী বিধান অনুসারে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন সকল উপায়সমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে।

(৭) অধস্তনদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাপকভাবে জোর দেওয়া যাইবে না ; বিধিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তাহা দেখিবার দায়িত্ব।

(৮) স্টেশন, আউটপোস্ট, কোম্পানী অথবা (detachments) এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে (antimalaria) জারীকৃত আদেশসমূহ এবং বিভিন্নসময়ে কমিশনার অথবা উপযুক্ত মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত অন্যান্য স্বাস্থ্য এবং সেনিটারী উপায়সমূহ (measures) যথাযথভাবে কার্যকর করা ও চেক করার জন্য দায়ী থাকিবেন।

১০। **সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট**।—(১) সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট সমগ্র মেট্রোপলিটান পুলিশ ফোর্সের এবং ঢাকায় কর্মরত সকল পুলিশ কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের মেডিকেল কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সাধারণভাবে তিনি মেডিকেল সার্ভিসের পরিচালক পদ মর্যাদার ডাক্তার হইবেন।

(৩) সময়ে সময়ে তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন সংস্থাপনা পরিদর্শন করিবেন এবং এই সকল সংস্থাপনার অফিস প্রধানগণ তাহাকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করিবেন এবং তাহার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ পালন করিবেন।

১১। **পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি**।—(১) ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নপদের কর্মকর্তার হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে তাহার সুপারিয়র কর্মকর্তাকে জানাইতে হইবে এবং বি পি ফরম নং ১৯৫ এ অসুস্থ প্রতিবেদন (sick parade) সহ তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) জরুরী অবস্থায় যদি কোন কর্মকর্তাকে অসুস্থ প্রতিবেদনসহ হাসপাতালে প্রেরণ সম্ভব না হয় তাহা হইলে মেডিকেল কর্মকর্তা প্রয়োজনে তাহাকে ভর্তি করিবেন এবং ইনডোর রোগীদের রেজিস্টারে তাহার নাম এন্ট্রি করিবেন।

(৩) যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইনডোর রোগী হিসাবে চিকিৎসা করিবার মত অসুস্থ না হন, তাহা হইলে মেডিকেল অফিসার অথবা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিবেন এবং আউটডোর রোগীদের রেজিস্টারে তাহর নাম এন্ট্রি করিবেন এবং তাহাকে তাহার ইউনিটে ফেরৎ পাঠাইবেন।

(৪) অসুস্থ প্রতিবেদন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে এবং যে ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি করা হয় না এবং মেডিকেল অফিসার উক্ত রোগীকে হালকা দায়িত্ব প্রদান অথবা বিশ্রামে (তিন হইতে ৭ দিনের বেশী নয়) প্রেরণ করিবার সুপারিশ এবং অন্যান্য সুপারিশ যদি থাকে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি হেডকোয়ার্টার্সে, দাঙ্গা দমন বিভাগে, মাউন্টেন পুলিশ অথবা চেন্সারী বিভাগে সংযুক্ত থাকিলে তিনি যখন সম্ভব হইবে তখন (sick parade) এ অংশ গ্রহণ করিবেন।

(৬) মেডিকেল অফিসার বা সহকারী সার্জন কোন রোগীর বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিলে, তিনি উক্তরোগীকে হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখিবেন এবং রোগীর নাম আউটডোর রোগীদের রেজিস্টারে এন্ট্রি করিতে হইবে এবং মন্তব্য কলামে "হাসপাতালে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হইয়াছে" মর্মে নোট করিতে হইবে।

(৭) ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হইলে, মেডিকেল অফিসার তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করিবেন অথবা তাহার ইউনিটে ফেরৎ পাঠাইবেন।

(৮) ইউনিটের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (R.I) রোগীর নামে একটি প্রতিবেদন (হাসপাতালে ডিটেইনড থাকা উল্লেখসহ) পরবর্তী দিন প্রস্তুত করিবেন এবং মেডিকেল অফিসারের (যিনি তাহাকে হাসপাতালে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন) পর্যবেক্ষণ উহাতে নোট করিবেন।

(৯) ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, অসুস্থ অফিসারের নম্বর এবং পোস্টিং এবং যে কর্মকর্তা তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার স্বাক্ষর, পদবী এবং পোস্টিং (sick report) এ পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের (sick report) বহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে তাহাদের ব্যক্তিগত আবেদনের প্রেক্ষিতে আউটডোর অথবা ইনডোর রোগী হিসাবে তাহাদেরকে গণ্য করিতে হইবে।

১২। **মেডিকেল ইতিহাস সীট**।—(১) যখন কোন পুলিশ অফিসার হাসপাতালে ভর্তি হইবেন, যে কর্মকর্তা তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি বি পি ফরম নং ১৯৬ এ তাহার মেডিকেল হিস্ট্রি প্রণয়ন করিয়া উহাও অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন কর্মকর্তা যতদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিবেন, হিস্ট্রি সীটে উহা উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) হাসপাতাল হইতে কোন কর্মকর্তার ডিসচার্জের সময়, মেডিকেল অফিসার বা সহকারী সার্জন হিস্ট্রি সীটের প্রয়োজনীয় কলামসমূহ পূরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন এবং ইহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সার্ভিস বই এ নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) যখন হেডকোয়ার্টার্স ও দাঙ্গা দমন বিভাগের বাইরে কোন থানা, আউটপোস্ট, কোর্ট অথবা ইউনিট হইতে কোন কর্মকর্তা হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন তাহার অফিস প্রধান (Officer in charge) তৎক্ষণাত বিভাগীয় উপ-কমিশনারকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং হিস্ট্রি সীট দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন।

১৩। **হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ**।—অসুস্থতার ধরণ এবং প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে হাসপাতালে Outpatient "অথবা Inpatient" বিভাগে চিকিৎসা প্রদান করা হইবে এবং চিকিৎসা শেষে রোগীকে উভয় বিভাগ হইতে ডিসচার্জ করিবার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) বহির্বিভাগ রোগীর ক্ষেত্রে, যাহাকে চিকিৎসা প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে সিক রিপোর্ট সহ বিডি ফরম নং ৭৬৯ এ বহিঃরোগী টিকেট প্রদান করিতে হইবে; সিক রিপোর্টের কলাম ৪ এ সহকারী সার্জন বা মেডিকেল অফিসার রোগীর ছুটি, বিশ্রাম, হালকা ডিউটি, ঔষধপত্র এবং কর্তব্য অথবা কর্তব্য (নিম্নের নোট দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সুপারিশ পেশ করিবেন এবং প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) একজন রোগীকে বিশেষ কোন অসুস্থতার কারণে যতবার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হইবে, তাহাকে মেডিকেল অফিসার বা সহকারী সার্জন বা সহকারী রেজিস্টার এর সুপারিশসহ সিক রিপোর্ট প্রদান করা কনটিনিউ করিতে হইবে; অসুস্থতার শেষে যখন মেডিকেল সহকারী সার্জন বা সহকারী রেজিস্টার তাহাকে ফিট হিসাবে হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ করিবেন, সিক রিপোর্ট যে কর্মকর্তা হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাহার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে হইবে, যিনি ইহা সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ অফিসার বরাবর প্রেরণ করিবেন;

নোটঃ মেডিকেল অফিসার বা সহকারী সার্জন বা সহকারী রেজিস্টার কর্তৃক ব্যবহৃত ছুটি, বিশ্রাম, হালকা ডিউটি, ঔষধ এবং ডিউটি অথবা ডিউটি নিম্নোক্ত অর্থ বহন করিবে, যথা ঃ

(অ) **ছুটিঃ** এই সময়ে কর্মকর্তা কোন ডিউটি করিবেন না; তিনি ব্রাক ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং অন্যত্র অবস্থান করিতে পারিবেন;

(আ) **বিশ্রামঃ** কর্মকর্তা কোন ডিউটি করিবেন না, কিন্তু ব্রাক ত্যাগ করার এবং অন্যত্র অবস্থানের অনুমতি নাও পাইতে পারেন;

(ই) **হালকা ডিউটি** ঃ ইমারজেন্সী টার্ন আউট, পি টি প্যারেড প্রভৃতি করা যাইবে না, তাহাকে স্বাভাবিক অস্ত্র বিহীন প্যাট্রোল, অফিস অর্ডারলিস/নার্সিং অর্ডারলিস প্রভৃতি সহ তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যে সকল কাজ হালকা প্রকৃতির মনে করিবেন; এই ধরনের কাজের সময়কাল ৬ ঘন্টার অতিরিক্ত হইবে না ; জরুরী অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার তাহাকে পূর্ণ ডিউটি করার জন্য ডাকিতে পারেন; এই অবস্থায় তাহাকে ব্যক্তি ইউনিফরম পরিধান করিতে হইবে ; কোন বিশেষ ডিউটি হালকা প্রকৃতির কিনা তাহা নির্ধারণ করার জন্য সহকারী সার্জন এর মতামত গ্রহণ করা যাইবে ;

(ঈ) **ট্রাফিক পুলিশের জন্য** ঃ ট্রাফিকের হালকা ডিউটি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে অন্য ডিউটিতে নিযুক্ত করা যাইবে না ;

(উ) **ঔষধ এবং ডিউটি** ঃ তাহাকে সকল কাজ সম্পাদন করিতে হইবে এবং কাজ সম্পাদনের পূর্বে অথবা পরে হাসপাতালে হাজির হইতে হইবে ;

(ঊ) **ডিউটি** ঃ তাহার অসুস্থতার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই এবং কর্তব্য এড়াইতে অসুস্থতার/রোগের ভান করা হয়।

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, যিনি হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ হইবেন তাহাকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট অথবা লিভ সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবেন এবং বিশ্রাম এবং স্বল্প ছুটি সংক্রান্ত সুপারিশ ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে এনডোরস করিতে হইবে এবং ছুটির সুপারিশ যথাযথ ফরম এ করিতে হইবে।

১৪। **অনুমতি ব্যতীত রোগীর পুলিশ হাসপাতালে ত্যাগ নিষেধ**।— অনুমতি ব্যতীত রোগী পুলিশ হাসপাতালে ত্যাগ করিতে পারিবে না ; পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় হাসপাতাল ত্যাগ করিতে পারিবেন না ; তাহাদের হাসপাতালে ততদিন পর্যন্ত অবস্থান করিতে হইবে, যতদিন সুপারিনটেনডেন্ট অথবা আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাহাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন মনে করিবেন ; সুপারিনটেনডেন্ট অথবা আবাসিক মেডিকেল অফিসারের আদেশ ব্যতীত রোগী হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ হইতে পারিবে না।

১৫। **হাসপাতালে গানবাজনা ও ধূমপান নিষেধ**।—(১) হাসপাতালে রোগীদের গানবাজনা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(২) হাসপাতালে ধূমপান করা যাইবে না।

১৬। **পুলিশ হাসপাতাল পরিদর্শন**।—(১) কমিশনার এবং অতিরিক্ত কমিশনার প্রায়শঃ হাসপাতাল পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শন বইয়ে তাহাদের পর্যবেক্ষণ নোট করিবেন ; উপ-কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্সে) কমপক্ষে সপ্তাহে একবার হাসপাতাল পরিদর্শন করিবেন এবং তাহার হাসপাতাল পরিদর্শন সংক্রান্ত মন্তব্য রেকর্ড করিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন; অন্যান্য উপ-কমিশনার এবং সহকারী কমিশনারদের বারংবার হাসপাতাল পরিদর্শন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাদের পর্যবেক্ষণ নোট করিতে হইবে।

(২) পুলিশ হেডকোয়ার্টারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পুলিশ হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শন বইয়ে তাহাদের মন্তব্য নোট করিতে পারিবেন।

১৭। **হাসপাতাল পরিদর্শনের সময়**।—ভিজিটরদের জন্য সাধারণ সময় সূচী ১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্যন্ত ; এই সময়ের বাইরে যে কোন সময় রোগীকে দেখার জন্য ভিজিটরদের মেডিকেল অফিসার অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে ব্লকের দায়িত্বে নিয়োজিত সিস্টারের/নার্সের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে, তবে গুরুতর অথবা ভয়ংকর অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে ভিজিটরদের যে কোন সময়ে দেখার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে এবং আবাসিক মেডিকেল অফিসারের বিবেচনায় একজন সেবাকারীকে অবস্থানের জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৮। **স্টোরস ও সরঞ্জামাদির দায়িত্ব**।—(১) সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ হাসপাতালের সকল স্টোরস এবং সরঞ্জামাদির দায়িত্বে থাকিবেন এবং তিনি লিখিত আদেশের মাধ্যমে ইউনিট প্রধানের সহিত ভাগাভাগি করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ; সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক গঠিত কমিটি বৎসরে দুইবার স্টোরস এবং সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং প্রয়োজনে সুপারিনটেনডেন্ট খুব দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) সকল রোগীদের জন্য বি পি ফরম নং ১৯৪ এ নির্ধারিত বেড হেড টিকিট ব্যবহার করিতে হইবে।

১৯। **খাদ্যের পরিমাণ**।—সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট প্রত্যেক রোগীর জন্য খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং প্রয়োজনে ইহা বাড়ানো যাইবে।

২০। **হাসপাতালের শৃংখলা**।—পুলিশ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাহারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিবেন এবং তাহারা নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবেন, যথা ঃ—

(ক) সকল রোগী হাসপাতালের বিধি মানিয়া চলিবেন ;

(খ) মেডিকেল অফিসারদের মতে যে সমস্ত রোগী ওয়ার্ডের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার সমর্থ, তাহাদের স্টাফদের সাহায্য করিতে হইবে ; এই ধরণের কাজ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে সুপিরিয়র অফিসারদের নিকট রিপোর্ট করিবার উপযোগী হইবে এবং তাহাদের জন্য প্রযোজ্য শাস্তি প্রদানযোগ্য হইবে ;

(গ) যে সমস্ত রোগীদের বেডে সীমাবদ্ধ (restricted) থাকার দরকার নাই, তাহারা সকলে অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময়ে নিজেদের বেড তৈরী করিবেন, পরিস্কার করিবেন, পরিপাটি রাখিবেন এবং তাহাদের বেডের পার্শ্বের লকার পরিপাটি রাখিবেন ;

(ঘ) রোগী নিজের সহিত মশারী, সেভিং ক্রীম, চিরুনী, টুথ ব্রাস, আয়না নিয়া আসিবেন এবং পরিপাটি করিয়া রাখিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।